দৈনিক ইনকিলাব

JAN. 1 3 2001

তারিখ
পৃষ্ঠা কলাম

১৩৫টি কমিটি ঃ কেউ রিপোর্ট দেয়নি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দুর্নীতি-সংঘর্ষে গঠিত তদন্ত কমিটি কখনো আলোর মুখ দেখেনি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কখনো আলোর মুখ দেখেনি। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, চুরি, জালিয়াতি, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা লাঞ্ছিত এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক অসংখ্য অনিয়ম-দুর্নীতি সংক্রান্ত ১৩৫টির মত তদন্ত কমিটি শুধু কাগজে-কলমে আর আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হতে চলেছে। তদন্ত কমিটি গঠনের সময় রিপোর্ট প্রকাশের জন্য স্বল্প সময় বেঁধে দিলেও মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর পার হলেও তার কোন কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়নি। এ যাবত বড় বড় অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হলেও তদন্ত কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় অপরাধীদের দৌরাত্ম্য আর অপরাধের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত দলীয় কোন্দল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ১ জন অভিভাবকসহ ৫টি হত্যাকাণ্ড, সহস্রাধিক ছাত্র আহত এবং অর্ধ শতাধিক ছাত্র পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। বিভিন্ন দাবীতে ভিসি অফিস, পরিবহন এবং বিভিন্ন অফিস ও অফিসের আসবাবপত্র ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের কারণে কোটি কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কতিপয় প্রভাবশালী অসাধু শিক্ষক কর্তৃক সংঘটিত বহুসংখ্যক একাডেমিক অনিয়মের কারণে অনেক ছাত্রের শিক্ষা জীবনে ঘটেছে বিপর্যয়। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের মদদপুষ্ট কতিপয় প্রশাসনিক কর্মকর্তার অনিয়ম, দুর্নীতিতে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ বড় বড় চুরি সংঘটিত হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ১৯৯২ সালের ২৫ নভেম্বর। ভর্তি হওয়ার মাত্র ১৯ দিনের মাথায় ঐদিন সাইফুল ইসলাম নামক এক শিবির কর্মীকে ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হলে ঘটনাটি ক্যাম্পাসের বাইরের আখ্যা দিয়ে বিতর্কিত রিপোর্ট পেশ করে তা খারিজ করে দেয়। এরপর ১৯৯৫ সালের ২৮ এপ্রিল দুটি দলের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে এক ভর্তিচ্ছু ছাত্রীর অভিভাবক আলী আজম মৃত্যুবরণ করলে এ ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটি কোন রিপোর্ট পেশ করেনি। ১৯৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ-ছাত্র শিবিরের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে আমিনুর রহমান নামক একজন শিবির কর্মী নিহত হয়। এ ঘটনার জন্য গঠিত কমিটির আহবায়ক পদ তিনবার পরিবর্তনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত আহবায়ক একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলে তা আর গঠন করা হয়নি। এরপর ১৯৯৮ সালের ৩১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে (ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে) ২ শিবির কর্মী নিহত এবং উভয় গ্রুপের ৭২ জন গুলিবিদ্ধ হয়। এ ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি আজও নিষ্ক্রিয় রয়েছে। গত বছরের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর একটি কক্ষ থেকে কয়েক লাখ টাকা মূল্যের ইন্টারনেট ও ইমেলের যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিও আজ পর্যন্ত তাদের রিপোর্ট পেশ করেনি।

গত বছরের ২৪ মে ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের ল্যাবে রাখা ৩০টি কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ চুরি হয়। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টও প্রকাশ হয়নি। এরপর ৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের জানালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার ওষুধ চুরি হলেও তদন্ত কমিটির কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। গত বছরের জুলাই মাসে ছাত্রলীগ ক্যাডার কর্তৃক মেডিক্যাল অফিসার লাঞ্ছিত এবং ছাত্রলীগ ইবি শাখার সভাপতি বিএম আব্দুর রাফেল কর্তৃক ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক সরফরাজ নেওয়াজ লাঞ্ছিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২টি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এরজন্য বেঁধে দেয়া সময়ের পরও কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। সর্বশেষ সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ছাত্র-কর্মচারীর মধ্যে সংঘর্ষে তদন্তে গঠিত কমিটির রিপোর্ট সময়ানুযায়ী পেশ না করায় এবং ভিসি ও ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড চাপের মুখে দায়সারা রিপোর্ট পেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে চরম অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হলে ঘটনাটি পুনঃতদন্তে গঠিত কমিটিও আজ পর্যন্ত রিপোর্ট পেশ করেনি বলে জানা গেছে।

একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং প্রকৃত দুর্নীতিবাজদের কোন বিচার হচ্ছে না। উপরন্তু দোষী প্রমাণিত হওয়ার পরও দুর্নীতিবাজদের শাস্তির পরিবর্তে অবৈধভাবে পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করার ঘটনা ঘটেছে। আর বারবার ছাত্রদের বলির পাঠা বানানো হচ্ছে। এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে চিরতরে বহিষ্কারসহ বিভিন্ন মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রের পরীক্ষার খাতা হতে লুজশিট চুরি করে ফলাফলে বিপর্যয় সৃষ্টি, অবৈধপন্থায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি, নিজ কন্যা, স্ত্রীকে অতিরিক্ত নম্বর প্রদান, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ছাত্রীর সাথে অনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে নম্বর প্রদান, বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থ আত্মসাৎসহ অসংখ্য অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

ফলে একদিকে যেমন অপরাধীরা নির্বিঘ্নে তাদের অপরাধ কার্যকলাপ অব্যাহত রাখছে, অপরদিকে এসব অপরাধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম হচ্ছে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। এতে কর্তৃপক্ষের তথা রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধিত হচ্ছে হিসাববিহীন।